অসম সরকার

প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ

# শৈক্ষিক দিনপঞ্জি

## শিক্ষাবর্ষ ২০২২-২৩

(ক শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত)

প্রস্তুতকর্তা

রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, অসম

কাহিলিপাড়া, গুয়াহাটি-- ৭৮১০১৯

# শৈক্ষিক দিনপঞ্জি ২০২২-২৩

## দিনপঞ্জির উল্লেখযোগ্য দিকগুলি

- ❑ দৈনন্দিন নির্ধারিত সময়ে প্রাতঃসভার মাধ্যমে বিদ্যালয়ের কার্যসূচি আনুষ্ঠানিকভাবে অনুষ্ঠিত করবেন। **প্রাতঃসভায় প্রতিদিন রাষ্ট্রীয় সংগীত বা অসমের জাতীয় সংগীত পরিবেশনের ব্যবস্থা করবেন।**
- ❑ প্রাথমিক স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যাতে ছোটোবেলা থেকে সু-স্বাস্থ্য ও সু-অভ্যাস গড়ে ওঠে তার জন্য প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরা নিম্ন প্রদত্ত বিষয়গুলি লক্ষ করবেন —
  - — শৌচালয় ব্যবস্থা
  - — পানীয় জল এবং খাদ্য গ্রহণ
  - — পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা

**বিদ্যালয়ের সময়সূচি -**

প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির শিশুদের জন্য নির্ধারিত ৪ ঘণ্টা সময় নিম্ন প্রদত্ত ধরনে ভাগ করে নেবেন —

| | | |
|---|---|---|
| প্রাতঃসভা (প্রয়োজন অনুযায়ী এই সময় বৃদ্ধি করে নিতে পারবেন) | — | ১৫ মিনিট |
| শৈক্ষিক বিষয়ের আদান-প্রদান | — | ৩ ঘণ্টা ১৫ মিনিট |
| বিরতি | — | ৩০ মিনিট |

অন্যান্য শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীরা ৬ ঘণ্টা ২৫ মিনিট (সকাল ৯ টা থেকে দুপুর ৩.২৫ টা পর্যন্ত) বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকবে। এই সময়টুকু নিম্ন লিখিত ধরনে বিতরণ করবেন-

| | |
|---|---|
| প্রাতঃসভা | - ১৫ মিনিট |
| শৈক্ষিক আদান প্রদান | - ৫ ঘণ্টা ২৫ মিনিট |
| প্রথম বিরতি | - ১০ মিনিট |
| মধ্যাহ্ন ভোজন বিরতি | - ৩৫ মিনিট |

- ❑ ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষের মোট কর্মদিন-২৫৯, মোট শ্রেণিদিন-২২৯
- ❑ জেলা কর্তৃপক্ষের ঘোষণা অনুযায়ী স্থানীয় বন্ধের দিনগুলি পালন করবেন।
- ❑ কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তির বিয়োগ হলে সেইদিন শ্রেণি শেষ হওয়ার পর 'শোক সভা' অনুষ্ঠিত করবেন। কোনো কারণেই যাতে জেলা কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া বিদ্যালয় বন্ধ বা **অর্ধছুটি** ঘোষণা করা না হয় তার প্রতি লক্ষ রাখবেন।
- ❑ রাজ্য সরকারের নির্দেশমর্মে সময় অনুযায়ী শৈক্ষিক দিনপঞ্জি পরিবর্তন হতে পারে, এইপরিবর্তনসমূহ যথা সময়ে জানানো হবে।
- ❑ মোট শ্রেণিদিন অপরিবর্তিত রেখে কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমতি সাপেক্ষে বরাক উপত্যকায় পুজোর বন্ধ ১০ দিন বাড়িয়ে নিয়ে গরমের বন্ধের সমসংখ্যক দিন কমিয়ে নিতে পারবেন।
- ❑ চা-বাগান এলেকার ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধা অনুযায়ী নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য সকাল ৭.৩০ টা থেকে দুপুর ১২.১৫ টা পর্যন্ত এবং উচ্চ প্রাথমিকের জন্য সকাল ৭.৩০ টা থেকে দুপুর ১.০০ টা পর্যন্ত সময় নির্ধারণ করা হয়েছে।
- ❑ বন্যা বা অন্যান্য কোনো কারণে শিক্ষাদান ব্যাহত হলে বন্ধের দিন, রবিবারে বা পরবর্তী কর্মদিনে স্কুল ছুটির পর পাঠদান করে এইঘাটতি পূরণ করবেন।
- ❑ প্রতি মাসে সুবিধা অনুযায়ী যেকোনো একটি শনিবারে মণ্ডল দক্ষ শিক্ষক সভা, কেন্দ্র সভা এবং উচ্চ প্রাথমিক পর্যায়ের জোনেল মিটিং অনুষ্ঠিত করবেন। কিন্তু এই বিষয়ে লক্ষ রাখতে হবে যে এর জন্য নিয়মিত পাঠদান যেন ব্যাহত না হয়।
- ❑ বিশেষ প্রয়োজন সম্পন্ন শিশুদের [Children with Special Needs (CWSN)] পাঠ আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরা প্রয়োজন অনুযায়ী কারিকুলামে সন্নিবিষ্ট ক্রিয়াকলাপসমূহ পরিবর্তন করে তাদের উপযোগী যাতে হয় সেই অনুযায়ী অনুকূল ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- ❑ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরা শিশুদের পিতৃ-মাতৃ এবং অভিভাবকদের সঙ্গে প্রত্যেক মাসে কমপক্ষে একবার করে সাক্ষাৎ করবেন। যেখানে শিশুদের উপস্থিতি,শেখার দক্ষতা, শেখার ফলাফল এবং তাদের ব্যক্তিগত সামাজিক গুণরাজির বিকাশ সম্পর্কে তাদের পিতৃ-মাতৃ এবং অভিভাবকদের অবগত করাবেন।

## নিপুন অসম

(বুনিয়াদি সাক্ষরতা এবং সাংখ্যিক ধারনা নিশ্চিত করার এক রাজ্যব্যাপী অভিযান)

শিক্ষানীতি, ২০২০ বিদ্যালয় পূর্ববর্তী স্তর থেকেই শিশুদের বুনিয়াদি সাক্ষরতা (Foundational Literacy) এবং বুনিয়াদি সাংখ্যিক ধারণা (Foundational Numeracy) র দক্ষতা আয়ত্তকরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে । এই শিক্ষানীতি উপর ভিত্তি করে ৩-৯ বছর বয়সের অর্থাৎ প্রাক-প্রাথমিক স্তর থেকে তৃতীয় শ্রেণিপর্যন্ত সকল শিশুদের বুনিয়াদি সাক্ষরতা ও সাংখ্যিক ধারণার শেখন ফলাফলসমূহ ২০২৬-২৭ সালের মধ্যে নিশ্চিত করার জন্য ভারত সরকারের শিক্ষা বিভাগ 'নিপুন ভারত' (NIPUN-National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding Numeracy) নামক একটি মিশনের সূচনা করেছেন । অসম সরকারের শিক্ষা বিভাগ সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে এই মিশনকে 'নিপুন অসম' নামে নামাঙ্কিত করেছেন। এর সফল রূপায়নের জন্য শৈক্ষিক এবং প্রশাসনিক স্তরের কার্যসূচি আরম্ভ করেছেন । 'নিপুন অসম' মিশনকে সফলভাবে রূপায়ন করতে হলে সকলের সহায় সহযোগিতা, পরামর্শ নিশ্চিত করতে হবে ।

'নিপুন অসম' মিশনের অন্তর্গত ক্রিয়াকলাপ সমূহ ৩-৯ বছর বয়সের শিশুদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অর্থাৎ প্রাক-প্রাথমিক স্তর থেকে তৃতীয় শ্রেণিপর্যন্ত সকল বিদ্যালয়ে এই মিশনের কার্যকলাপ গুলি কার্যকরি করা হবে। অবশ্য চতুর্থ এবং পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীরা একি ধরনে বুনিয়াদি সাক্ষরতা ও সংখ্যা জ্ঞানের ক্ষেত্রে শৈক্ষিক সমর্থন প্রদান করবেন। এই মিশনের সফল রূপায়নের জন্য বিদ্যালয় এবং শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীদের প্রধান করণীয় কাজগুলি হল-

(১) প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হওয়া শিশুদের জন্য শিক্ষাবর্ষের প্রথম তিনমাস (এপ্রিল, মে ও জুন) 'বিদ্যাপ্রবেশ' কার্যসূচি প্রতিটি বিদ্যালয়ে প্রয়োগ করা হবে ।

(২) পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গে বিদ্যালয়গুলিতে যোগানো শেখা-শেখানোর সরঞ্জামগুলি সঠিকভাবে প্রয়োগ করবেন ।

(৩) প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীদের শেখার স্তর সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়ার পাশাপাশি তদনুযায়ী উপযুক্ত পরিপূরক ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে নির্দেশনা অনুযায়ী মূল্যায়ন করবেন ।

(৪) শ্রেনিকক্ষে শেখার ফলাফলগুলি ভালোভাবে টাঙিয়ে রাখবেন ।

(৫) সময় সাপেক্ষে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের জন্য আয়োজিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যসূচিতে অংশগ্রহণ করবেন। উদাহরণস্বরূপে- এন সি ই আর টি (NCERT), এস সি ই আর টি (SCERT) এবং সমগ্র শিক্ষা অসম (SSA) এর সহযোগিতায় আয়োজিত নিষ্ঠা প্রশিক্ষণে সকল শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে ।

(৬) ১ম শ্রেণি থেকে ৩য় শ্রেণি পর্যন্ত প্রতিদিন ভাষার জন্য ৯০ মিনিট এবং গণিতের জন্য ৬০ মিনিট সময় দৈনিক পাঠদানের নির্দিষ্টভাবে ব্যবস্থা করার পাশাপাশি এর সঠিক ব্যবহার করবেন (শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরা দিনপঞ্জিতে উল্লিখিত দৈনিক সময় তালিকার আদিকে এই সময়টুকু নিজের সুবিধা অনুযায়ী প্রস্তুত করবেন।)

(৭) শ্রেনিকক্ষের পাঠদানসমূহ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের জন্য যোগানো নির্দেশাত্মক নমুনা (Instructional Design) এ প্রদত্ত ধরনে একানিক্রমে করবেন ।

(৮) প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর মূল্যায়নের তথ্যগুলি সঠিকভাবে মজুত রাখতে হবে ।

(৯) প্রয়োজনসাপেক্ষে শেখার ফলাফলসমূহ (Learning Outcome) নিশ্চিতকরনের জন্য অতিরিক্ত সহযোগিতা প্রদান করার ব্যবস্থা করবে।

(১০) শ্রেনিকক্ষগুলি মুদ্রন সমৃদ্ধ হিসাবে গড়ে তুলতে হবে।

(১১) 'নিপুন অসম' মিশনকে সফলভাবে রূপায়ন করার জন্যে বিদ্যালয় পরিচালনা সমিতি, পিতৃ-মাতৃ, অভিভাবক, স্থানীয় ব্যক্তি, শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে জড়িত সকল আধিকারিক, শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে সচেষ্ট হবেন ।

## বিদ্যাপ্রবেশ

সকল ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যালয়ের জন্য প্রস্তুত করে তোলার উদ্দেশ্যে প্রথম শ্রেনির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য একটি ত্রৈমাসিক ভিত্তিক 'বিদ্যালয় প্রস্তুতির মডিয়ুল' তৈরি করা হয়েছে । এই মডিয়ুলে বর্ণমালা, ধ্বনি, শব্দ, রং, আকৃতি ও সংখ্যা সম্পর্কে বোঝানোর জন্য বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ ও কর্মপুস্তিকা সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে । এই ক্রিয়াকলাপগুলি সম্পন্ন করতে গিয়ে সমবয়সী ছেলে-মেয়ে, পিতৃ-মাতৃর সাহায্যের প্রয়োজন হবে ।

রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতি, ২০২০ এর আধারে নতুন দিল্লিস্থিত রাষ্ট্রীয় শিক্ষা গবেষণা প্রশিক্ষণ পরিষদ (NCERT) কর্তৃক প্রস্তুত এই মডিয়ুল রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ (SCERT) অসম অসমিয়া ও অন্যান্য মোট সাতটি মাধ্যমে অনুবাদ/অভিযোজন করেছেন।

বিদ্যাপ্রবেশ ভারত সরকারের বিশেষ পদক্ষেপ NIPUN BHARAT (বুনিয়াদি সাক্ষরতা এবং সংখ্যাজ্ঞানের রাষ্ট্রীয় অভিযান) এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষা লাভের সুযোগ লাভ করা বা না করা অবস্থায় প্রথম শ্রেণিতে প্রবেশ করেছে এমন সব শিশুদের সর্বাঙ্গীন বিকাশ এবং শেখার প্রতি লক্ষ্য রেখে এই মডিয়ুল প্রস্তুত করা হয়েছে । এক আনন্দমুখর পরিবেশে নির্ভয়ে শিশুদের বিদ্যালয়কেন্দ্রিক শিক্ষায় প্রবেশ করাতে এই মডিয়ুলটি শিক্ষকদের জন্য নিশ্চিতভাবে সহায়ক হবে । বিদ্যালয় প্রস্তুতির এই কার্যসূচি প্রথম শ্রেণির তিনমাসে দৈনন্দিন চারঘণ্টা করে প্রয়োগ করার জন্য সাজিয়ে-গুছিয়ে প্রস্তুত করা হয়েছে। খেলা-ধুলা ও কর্ম অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষা পদ্ধতির উপর প্রাধান্য দেওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন বয়সোপযোগী ক্রিয়াকলাপ এবং স্থানীয় উপলব্ধ ক্রীড়া সামগ্রী ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

## বহনক্ষম বিকাশের লক্ষ্য ৪.৭

২০৩০ সালের মধ্যে সমগ্র বিশ্বের দেশসমূহের উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্রসংঘ ১৭ টি বিশেষ লক্ষ নির্ধারন করেছে। এগুলিকে বহনক্ষম বিকাশের লক্ষ (Sustainable Development Goal) বলা হয়। এগুলির মধ্যে চতুর্থ লক্ষটি হল সকল শিশুদের জন্য গুণসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করা। গুণসম্পন্ন শিক্ষার এই লক্ষের মধ্যে আবার ৪.৭ সংখ্যক উপলক্ষ্যে বলা হয়েছে যে ২০৩০ সালের মধ্যে সকল ছাত্র-ছাত্রীদের বহনক্ষম বিকাশের লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা আহরণ করতে হবে। এই উপলক্ষ্যের বিষয়বস্তু গুলিকে এই ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ছয়টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে এই বিষয়বস্তুকে অর্ন্তভূক্ত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। উল্লিখিত বিষয়গুলি হল-

**বহনক্ষম বিকাশ**- বহনক্ষম বিকাশ, পরিবেশতত্ত্ব, পরিবেশ শিক্ষা, পরিবেশের বহনক্ষমতা, আবহাওয়া পরিবর্তন, পুনর্ব্যবহারযোগ্য শক্তির উৎস, আবর্জনা ব্যবস্থাপনা, অর্থনৈতিক বহনক্ষমতা, সামাজিক বহনক্ষমতা

**মানব অধিকার**- অধিকার, গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, সামাজিক ন্যায়, মানব অধিকারের শিক্ষা।

**শান্তি ও অহিংসা**- শান্তি, অত্যাচার, উৎপীড়ন, হিংসা, শান্তির শিক্ষা, নীতি বা মূল্যবোধ শিক্ষা।

**বিশ্ব নাগরিকত্ব**- বিশ্বায়ন, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য/আন্তঃ সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, বিশ্বস্তর ও স্থানীয় চিন্তার সহযোগ, আন্তর্জাতিক স্তরের অসমতা, ডিজিটেল নাগরিকত্ব, আন্তর্জাতিক স্তরের সমসাময়িক সমস্যার সম্পর্কীয় বিষয়সমূহ।

**লিঙ্গ**- লিঙ্গসমতা, লিঙ্গভেদ অতিক্রম করে সমন্নিয়ন লিঙ্গভেদের প্রতি সংবেদনশীলতা, লিঙ্গভেদের সমমর্যাদা, সবলীকরণ।

**বৈচিত্র্য**- সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য, জনগোষ্ঠী।জাতি, সামাজিক-অর্থনৈতিক কারক সমূহ, স্থানীয় জনগোষ্ঠী, ধর্ম এবং বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের সঙ্গে জড়িত বিষয়সমূহ।

## প্রাক্- প্রাথমিক শ্রেনির লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং মূল্যায়নের ব্যবস্থাবলি

**প্রাক্-প্রাথমিক শ্রেনি (৩-৬) বছর**

প্রাক্- প্রাথমিক শ্রেনির শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে- —

- ❑ শিশুদের বিদ্যালয়মুখী করার জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করা ।
- ❑ শিশুদের সর্বাঙ্গীন বিকাশে অবদান যোগানো।
- ❑ আনুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য স্পৃহা বাড়ানো এবং প্রস্তুত করে তোলা ।

**শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশের লক্ষসমূহ-**

(১) শিশুরা সু-স্বাস্থ্যের অধিকারী হবে এবং সুস্থ জীবন-যাপন করবে।

(২) শিশুরা ভাব-বিনিময়ে সক্ষম হবে।

(৩) শিশুরা তাৎক্ষনিক পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে শেখার কাজে জড়িত হবে।

(এই বিকাশ সম্বন্ধীয় লক্ষসমূহ আন্তঃ সম্পর্কীয়। এর উদ্দেশ্য হল শিশুর সর্বাত্মক যেমন- বৌদ্ধিক ভাষিক, শারীরিক , সামাজিক/আবেগিক এবং সৃজনশীল বিকাশের দক্ষতাগুলো নিশ্চিত করার জন্য সুযোগ প্রদান করা)

**শিশুর শেখার মান নিরূপন-**

শিশুর শেখার মান নিরূপন করার সময় নিচে দেওয়া প্রক্রিয়াগুলো অনুসরন করা উচিত।

- প্রত্যেক শিশুর পোর্টফলিও প্রস্তুত করবে। প্রত্যেক শিশুর অগ্রগতির পর্যায় জানা এবং খতিয়ান সংগ্রহ করতে শিক্ষককে সহায়তা করবে।
- বিভিন্ন শেখার অভিজ্ঞতার সঙ্গে জড়িত শিশুকে পর্যবেক্ষণ করবেন।
- শেখানোর প্রক্রিয়াতে শিশুকে পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করবেন।
- শিশুরা ছোট ছোট দলে কার্যকলাপ করার সময় নিশ্চিত ভাবে প্রত্যেকটি দলের পর্যবেক্ষণ করবেন।
- পর্যবেক্ষণকে ভিত্তি করে কী ঘটছে সেই ঘটনার সত্য বিবরণী (anecdotes) লিখুন। পর্যবেক্ষণ করার সময় নিরপেক্ষ হতে হবে। ধারণা বা অনুমান যাতে পর্যবেক্ষণকে প্রভাবিত না করে সেটি নিশ্চিত করুন এবং আচরণ মূল্যায়ন না করে বর্ণনা করবেন।
- প্রত্যেকজন শিশুর অগ্রগতির মূল্যায়ন করার সময় পূর্বের পর্যায়ে কেমন শিখেছে তার মূল্যায়ন করবেন। ব্যক্তি হিসাবে একজন শিশুকে অন্য একজনের সঙ্গে তুলনা করবেন না।
- তৃতীয় পর্যায়ের মূল্যায়ন সম্পূর্ণ করার পর প্রত্যেক শিশুর তথ্যসমূহ একত্রিত করে সংগ্রহ করে রাখবেন যাতে ভবিষ্যতে শিশুদের সহায়ক হয়। এবং শেখানোর অভিজ্ঞতার পরিকল্পনা করার সময় পিতৃ-মাতৃ বা অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনা করতে বা কার্যসূচির প্রয়োজনে পরিবর্তন করার সময় এটি যাতে সহায়ক হয় তার প্রতি লক্ষ্য রাখবেন।

## বুনিয়াদী, প্রস্তুতিমূলক এবং মধ্যম পর্যায়ের পাঠ্যক্রমে সন্নিবিষ্ট বিষয়সমূহ

**(ক) বুনিয়াদী (প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণি) ও প্রস্তুতিমূলক (তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণি) পর্যায়-**

বিষয়

- ভাষা ১ ● মাতৃভাষা ও মাধ্যম ভাষা
- ভাষা ২ ● ইংরাজি (ইংরাজি ছাড়া অন্যান্য মাধ্যমের বিদ্যালয়ের জন্য)
  - ● রাজ্য সহযোগী রাজ্য ভাষার যেকোনো একটি (ইংরাজি মাধ্যমের বিদ্যালয়ের জন্য)
- গণিত
- **পরিবেশ অধ্যয়ন** (প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে সমন্বিতভাবে ভাষা ও অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সংলগ্ন থাকবে)
- **স্বাস্থ্য ও শারিরীক শিক্ষা**
- **কলাশিক্ষা**

**(খ) মাধ্যম (ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি) পর্যায়-**

বিষয়

• গণিত • বিজ্ঞান • সমাজ বিজ্ঞান • স্বাস্থ্য ও শারিরীক শিক্ষা • কলাশিক্ষা • কর্মশিক্ষা • ভাষা

**ভাষার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নীতিসমূহ-**

**নমুনা (ক) (অসমিয়া মাধ্যমের জন্য)**

ভাষা ১ - অসমিয়া

ভাষা ২ - ইংরাজি

ভাষা (৩+৪): ভাষা ৩ - হিন্দি (পঞ্চম: ১ম, ২য়, ৩য় ) ৫০%

ভাষা ৪ - বোড়ো/বাংলা/গারো/ মনিপুরী/নেপালী/ তিওয়া/ তাই/ রাভা/দেউরী/ মিসিং/ বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরী/সংস্কৃত এবং আরবী (৫০%)

অথবা

ভাষা ৩ - হিন্দি ( পঞ্চম: ১ম, ২য়, ৩য় ) ১০০%

**নমুনা (খ) - ( বাংলা মাধ্যমের জন্য)**

ভাষা ১ - বাংলা

ভাষা ২ - ইংরাজি

ভাষা (৩+৪)- ভাষা ৩ - অসমিয়া (সাহিত্য কবলি: ১ম, ২য়, ৩য় ) ৫০%

ভাষা ৪ - বোড়ো/বাংলা/গারো/ মনিপুরী/নেপালী/ তিওয়া/ তাই/ রাভা/দেউরী/ মিসিং/ বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরী/সংস্কৃত এবং আরবী (৫০%)

অথবা

ভাষা ৩ : অসমীয়া (সাহিত্য কবলি: ১ম, ২য়, ৩য় ) ১০০%

**নমুনা (গ) : (বোড়ো মাধ্যমের জন্য)**

ভাষা ১ - বোড়ো

ভাষা ২ - ইংরাজি

ভাষা (৩+৪)- ভাষা ৩ : অসমিয়া (সাহিত্য কবলি: ১ম, ২য়, ৩য় ) ৫০%

ভাষা ৪: বোড়ো/বাংলা/গারো/ মনিপুরী/নেপালী/ তিওয়া/ তাই/ রাভা/দেউরী/ মিসিং/ বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরী/সংস্কৃত এবং আরবী (৫০%)

অথবা

ভাষা ৩: অসমীয়া (সাহিত্য কবলি: ১ম, ২য়, ৩য় ) ১০০%

■ অসমিয়া, ইংরাজি এবং হিন্দি মাধ্যম ছাড়াও অন্যান্য মাধ্যমের বিদ্যালয়গুলিতেও একই ভাষা নীতি প্রযোজ্য হবে। ইংরাজি মাধ্যমের বিদ্যালয়গুলিতে ২য় ভাষা হিসেবে অসমিয়া প্রযোজ্য হবে।

■ অসমিয়া এবং ইংরাজি ভাষার বিদ্যালয়গুলিতে ৩য় ভাষা হিসেবে হিন্দি প্রযোজ্য হবে এবং হিন্দি মাধ্যমের বিদ্যালয়গুলিতে ৩য় ভাষা হিসেবে অসমিয়া বিবেচিত হবে । যে সকল ছাত্র-ছাত্রীরা ৪র্থ ভাষা নির্বাচন করে তাদের জন্যে ১ম (মাধ্যম ভাষা) অথবা ভাষা ২ এবং ভাষা ৩ এক হবে না। (উপরোক্ত ভাষা নীতি সরকারী অধিসূচনা নং PMA.329/2012/194 Dtd. 18/12/2019 অনুসরণ করে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে)

## মূল্যবোধ শিক্ষা

(উৎপাদনশীলতা ও সংহতির এক সমন্বিত প্রয়াস)

সম্প্রতি অসমের বিদ্যালয়গুলিতে মূল্যবোধ আধারিত অভিজ্ঞতাপুষ্ট শিক্ষণের জন্য পর্যায়ক্রমে কার্যকরি এক দীর্ঘমেয়াদী, উদ্ভাবনমূলক প্রকল্পের সূচনা করা হয়েছে। ২০২১ শিক্ষাবর্ষ থেকে সরকারি বিদ্যালয়গুলিতে যাতে আরম্ভ করা যায় সেই হিসাবে এই প্রকল্পের প্রাথমিক ক্রিয়াকলাপগুলি ইতিমধ্যে আরম্ভ করা হয়েছে ।

শিশুদের সামগ্রিক বিকাশের প্রয়োজনকে প্রাধান্য দিয়ে এই প্রকল্পে দশটি মূল মূল্যবোধ ও দক্ষতা (Core Values and Skills) বেছে বের করা হয়েছে। সেগুলি হল-

(১) বিকশিত স্তরে নিজেকে বোঝার পাশাপাশি নিজের অনুভূতিগুলির সম্পর্কে জানার অভ্যাস করা ।

(২) স্বাস্থ্য, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, স্বচ্ছ পরিবেশ বজায় রাখতে ইতিবাচক আচরণের প্রতিফলন ঘটানো ।

(৩) পরিস্থিতি সাপেক্ষে সমমর্মানুভূতিবোধ প্রদর্শন বা সমভাগী হওয়া ।

(৪) বিভিন্ন উপায়ে মানসিক চাপের সঙ্গে মোকাবিলা করে চাপমুক্ত হওয়া ।

(৫) ব্যক্তির মধ্যে পারস্পরিক বন্ধন সুদৃঢ় করার জন্য সম্পর্কের গুরুত্ব উপলব্ধি করা ।

(৬) যোগাযোগের সূত্রপাত করা এবং সহযোগিতামূলক চিন্তন অনুশীলনে নিযুক্ত হওয়া ।

(৭) আস্থা, বিশ্বাস, যত্ন, কৃতজ্ঞতা, সম্মান, বন্ধুত্ব, দায়িত্ববোধ, আত্মবিশ্বাস, নিয়মানুবর্তিতা, শান্তি, আনন্দ ইত্যাদি পোষণ করে অনুভূতি বিকশিত করার অভ্যাস গড়ে তোলা ।

(৮) জানার জন্য শেখা কার্যে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে বিষয়বস্তু এবং প্রযুক্তিবিদ্যার জ্ঞান বৃদ্ধি করা ।

(৯) বাছাই করা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা, মূল্যায়ন করা, সংঘাত নির্মূল করা, নিজের এবং অন্যদের পথ প্রদর্শন ইত্যাদি কার্যে সক্ষম হতে মননশীল চিন্তা করা ।

(১০) সৃজনাত্মক চিন্তাকে ভিত্তিস্বরূপ গণ্য করে উদ্ভাবনী চিন্তা ও উৎপাদনক্ষম কর্মে নিয়োজিত হওয়া ।

এই প্রকল্পে ১ম থেকে ১০ম শ্রেণির শিশুদের সামগ্রিক বিকাশের প্রক্রিয়ায় উপরোক্ত মূল্যবোধ এবং দক্ষতাসমূহকে প্রধান লক্ষ্য হিসেবে ধরে নেওয়া হয়েছে । তদুপরি একটি শিশুপোযোগী ভাব বিনিময়ের পরিবেশ গড়ে তোলার প্রয়াস করা হয়েছে যা শিশুদের উৎপাদনশীলতা ও সমন্বয়ের ভাবধারাকে বিকশিত করে পরিবর্তনশীল সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যেতে তাদের উৎসাহিত করবে । শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার একটি ইতিবাচক পরিবেশ সৃষ্টির উপরও প্রকল্পটিতে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে ।

মূল্যবোধ ও দক্ষতা আধারিত দৃশ্য-শ্রাব্য উপকরণ, পুতুল, গল্প, কার্টুন ইত্যাদিতে সমৃদ্ধ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের সহায়ক পুস্তিকা (Hand book) প্রচলিত পাঠ্যক্রম, পাঠ্যপুস্তক, আদান-প্রদান প্রক্রিয়া এবং মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় কোনোধরনের অতিরিক্ত বোঝা আরোপ না করে নির্দিষ্ট দিকে এগিয়ে যেতে পারবে ।

ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞ, রাষ্ট্রীয় শিক্ষা গবেষণা প্রশিক্ষণ পরিষদ, (NCERT) এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের দক্ষ ব্যক্তিগণ ২০২০ সালের রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতির প্রতি লক্ষ রেখে পাঠ্যক্রম নির্দেশনা ও উপকরণ প্রস্তুত প্রক্রিয়ায় যথোচিত অবদান যুগিয়েছেন ।

প্রকল্পটির পর্যায়গুলির প্রতি লক্ষ্য রেখে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি, অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিকে বিভিন্ন দিকে গবেষণামূলক অধ্যয়ন করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে । সুতরাং শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর জন্য যোগান ধরা এই পুস্তিকা শ্রেণিকক্ষের বাস্তবিক অভিজ্ঞতার গবেষণা, মননশীল চিন্তন ও অনুধাবনের মাধ্যমে পুষ্ট হয়ে উঠবে বলে আশা করা হচ্ছে ।

■ ক শ্রেণি থেকে প্রাথমিক পর্যায়ের বিদ্যালয় গুলিতে ২০২২ সালের ১ এপ্রিল থেকে নিয়মিত শ্রেণি দিন আরম্ভ হবে।

**বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে মূল্যবোধ জাগিয়ে তুলতে শিক্ষক নিম্নলিখিত ক্রিয়াকলাপগুলো করাবেন-**

- প্রাতঃসভায় ৫ মিনিট সময় মূল্যবোধ শিক্ষার জন্য রাখবেন । সেখান থেকে ১ মিনিট সময় ধ্যান করাবেন এবং ৪ মিনিট সময় মহৎলোকের বাণী পাঠ করাবেন (শিক্ষক বা ছাত্র-ছাত্রীরা লিখে আনবে)
- কখোনো বা মৌনব্রত ধারণ করাবেন, মৌনব্রতের পর ছাত্র-ছাত্রীদের তাদের মনের ভাব ব্যক্ত করতে দেবেন ।
- সকল বিষয়ের পিরিয়ডে শৈক্ষিক দিনপঞ্জি অনুযায়ী প্রতিফলন ঘটিয়ে পাঠদান কার্যসূচি এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে ।
- নেশাযুক্ত দ্রব্য সেবন করলে ভয়ানক অসুখ হতে পারে, শিক্ষক সেই বিষয়ে শ্রেণিতে বলবেন। ছাত্র-ছাত্রীদের সে বিষয়ে সতর্কতামূলক ব্যবস্থার গ্রহনের কথাও বলবেন ।
- শিক্ষকের নেতৃত্বে মাসের কোনো এক দিন ছাত্র-ছাত্রীরা সমাজের সবার সঙ্গে মিলে কোনো অঞ্চলে সাফাই কার্য করবে ।
- শিক্ষকের নেতৃত্বে ছাত্র-ছাত্রীরা কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের তরফ থেকে স্বেচ্ছামূলক সেবা প্রদান করবে ।
- ছাত্র-ছাত্রীদের ঘরে/গ্রামে/নিজের অঞ্চলে কোনো বৃদ্ধ/বয়স্ক লোক বা শারীরিকভাবে অক্ষম লোক থাকলে তাঁদের ঘোরা-ফেরায় সাহায্য করবে । সেরকম কাজের জন্য শিক্ষক শ্রেণিতে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে কথোপকথনের ব্যবস্থা করাবেন ।
- মা-বাবাকে ঘরের কাজে সাহায্য করতে শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহিত করবেন। যার মধ্যে সবজি বাগানে, ফুল বাগানে, চাষের জমিতে জল দেওয়া আর রান্না করা, সেলাই করা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য ।

**এই উদ্দেশ্যে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের জন্য মূল্যবোধ সংক্রান্তর পাঠ্যক্রমের নির্দেশাবলি, পুস্তিকা, মূল্যবোধ সংক্রান্ত গল্প রূপকথা, পুতুলনাচ, চিত্রকথা, নাটক, দৃশ্য-শ্রাব্য উপকরন ইত্যাদি শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরা শৈক্ষিক দিনপঞ্জি অনুযায়ী ব্যবহার করবেন। নিয়মিত পাঠদানের পাশা-পাশি মূল্যবোধ আধারিত অভিজ্ঞতার পিরিওডে উল্লিখিত ক্রিয়া-কলাপ সমূহ আদান প্রদান করবেন।**

## অন্তর্ভুক্তিকরণ শিক্ষা

অন্তর্ভুক্তিকরণ শিক্ষা ব্যবস্থা হল বিদ্যালয়ের সকল কার্যসূচিতে সকল ছাত্র-ছাত্রীর সমান অংশগ্রহণ।

সকল ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে সন্নিবিষ্ট হয়ে আছে —

- ☐ বিশেষ প্রয়োজন সম্পন্ন শিশু
- ☐ বিভিন্ন ভাষা-ভাষী তথা জাতি/জনজাতি, ধর্ম/বর্ণ নির্বিশেষে শিশু
- ☐ প্রখর মেধাসম্পন্ন শিশুর সঙ্গে কম মেধাসম্পন্ন শিশু
- ☐ কন্যা শিশু

অন্তর্ভুক্তিকরণ শিক্ষায় বিভিন্ন ধরণের শিশুদের বিকাশের প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষক শ্রেণি কক্ষের সামগ্রিক পরিবেশ পরিবর্তন করে নিতে পারে।

শ্রেণি কক্ষের সামগ্রিক পরিবেশে সন্নিবিষ্ট বিভিন্ন দিকসমূহ হল—

- ☐ পাঠ্যক্রম
- ☐ পাঠ্যপুস্তক
- ☐ শিক্ষণ-শেখন সামগ্রী
- ☐ শিক্ষণ-শেখন কৌশল বা পদ্ধতি
- ☐ শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ
- ☐ মূল্যায়ন ব্যবস্থা
- ☐ শিক্ষকের ধনাত্মক মনোভাব ইত্যাদি।

## অবিরত ও সামগ্রিক মূল্যায়ন

**অবিরত ও সামগ্রিক মূল্যায়ন**

- অবিরত ও সামগ্রিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা ছাত্র-ছাত্রীদের সামগ্রিক বিকাশের দিকটি সঠিকভাবে নিরূপণ করতে সাহার্য করে।
- এই ব্যবস্থার দ্বারা ছাত্র-ছাত্রীদের বৌদ্ধিক, শারীরিক, আবেগিক, সামাজিক ও সৃজনাত্মক মনসিকতা বিকাশের ওপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।
- অবিরত ও সামগ্রিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের চিন্তা ও বোধশক্তির উন্মেষ ঘটাতে সাহায্য করে।
- অবিরত মূল্যায়নের অর্থ হল নিরবিচ্ছিন্নভাবে করা মূল্যায়ন, যেখানে শিক্ষার্থীদের পূর্বের শেখা স্থিতির পরিবর্তন নির্ধারণ করা হয় এবং সেই সঙ্গে শেখার ব্যবধানসমূহ নথিভুক্ত করে বিশ্লেষণ করা হয় ও প্রতিকারের উপায় নির্ণয় করা হয়।
- সামগ্রিক মূল্যায়নে এই বিষয়টি নিশ্চিত করা হয় যে কেবল পুথিগত শিক্ষাই ছাত্র-ছাত্রীদের গুণগত শিক্ষা প্রদান করতে পারে না যদি না সমান্তরালভাবে তাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক গুণরাজির বিকাশ ঘটানো হয়। অর্থাৎ সামগ্রিক মূল্যায়ন একজন ছাত্র বা ছাত্রীর সকল দিকের অগ্রগতির সঠিক পর্যালোচনা করে।

**অবিরত ও সামগ্রিক মূল্যায়নের সঙ্গে জড়িত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক—**

- শেখানো ও শেখার প্রক্রিয়া চলিত অবস্থায় সমান্তরালভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের গুণগত দিকের সফলতা —অর্থাৎ যা কিছু শেখানো হয় তা তারা কতটুকু আয়ত্ত করতে পেরেছে সেটির সঠিক পরিমাপ করাই অবিরত ও সামগ্রিক মূল্যায়নের প্রধান লক্ষ্য।
- নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে ছাত্র-ছাত্রীরা প্রকৃতার্থে কোন পর্যায়ে অগ্রগতি লাভ করেছে তার উপর আলোকপাত করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ পাওয়া যায়।
- 'সামগ্রিক' শব্দটির দ্বারা মূল্যায়নে সমগ্র পাঠ্যক্রমকে অন্তর্ভুক্ত করার কথা বোঝানো হয়েছে যদিও ছাত্র-ছাত্রীদের অগ্রগতির ক্ষেত্রে তাদের সামর্থ ও অভিরুচি রয়েছে এমন বিষয়গুলির অগ্রগতির মূল্যায়ন করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।
- এর মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের, উদাহরণস্বরূপে— শেখার প্রতি তাদের মনোভাব, সামাজিক আদান-প্রদান, আবেগিক নিয়ন্ত্রণ, অভিরোচন, স্বাস্থ্য, সবলতা ও দুর্বলতা ইত্যাদি দিকের উন্নীতকরণে সহায় করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এইক্ষেত্রে অন্যের সঙ্গে তুলনা না করে নিজে আগের তুলনায় কতটুকু উন্নতি করেছে সেই ব্যাপারে ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহিত করা উচিত।

**অবিরত ও সামগ্রিক মূল্যায়নের উপাদান —**

১) মৌখিক প্রশ্ন
২) লিখিত প্রশ্ন
৩) ক্রিয়াকলাপ
৪) প্রকল্প
৫) দলীয় কার্য
৬) পর্যবেক্ষণ/নিরীক্ষণ তালিকা
৭) ক্ষেত্র অধ্যয়ন
৮) কুইজ/আকস্মিক বক্তৃতা/তর্ক প্রতিযোগিতা ইত্যাদি

### শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় বিষয়টি হল (শিক্ষকের প্রতিফলন)

- ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপে সম্পূর্ণভাবে জড়িত করতে পারছেন কি ?
- ওরা সঠিকভাবে শিখতে পারছে কি ?
- ওদের বিভিন্ন প্রয়োজনগুলি বুঝতে পারছি কি ?
- শ্রেণিকক্ষে এমন কোনো ছাত্র-ছাত্রী আছে কি যারা বুঝতে পারছে না ? তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে শেখার কার্যে অধিক আগ্রহান্বিত করতে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে ?

## রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতি ২০২০ (NEP 2020) কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পরামর্শ

(১) ৫+৩+৩+৪ পরিকাঠামো অনুযায়ী বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমিক স্তর-

(ক) প্রাথমিক (Foundational) ৫ বছরঃ ৩ বছর (অঙ্গনবাড়ী/প্রাক-বিদ্যালয়/বাল বাটিকা (৩-৬ বছর) ও ২ বছর (প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেনি (৬-৮ বছর)

(খ) প্রস্তুতিমূলক (Preparatory) ৩ বছর (তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণি (৮-১১ বছর)

(গ) মাধ্যমিক ৩ বছর (ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেনি (১১-১৪ বছর)

(ঘ) উচ্চ মাধ্যমিক ৪ বছরের (নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি (১৪-১৮ বছর)

(চ) ২০৩০ সালের মধ্যে গুণসম্পন্ন প্রাক্ শৈশব, বিকাশ, যত্ন ও শিক্ষার সার্বজনীন ব্যবস্থা করা, যাতে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছে এমন সব শিশুরাই বিদ্যালয়ভিত্তিক শিক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়।

(৩) ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রালয় প্রাথমিক সাক্ষরতা এবং সংখ্যাজ্ঞানের উপর প্রাধান্য দিয়ে একটি রাষ্ট্রীয় মিশন গড়ে তুলবে এবং ২০২৫ সালের মধ্যে তৃতীয় শ্রেনি পর্যন্ত প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীরা বুনিয়াদী সাক্ষরতা ও সংখ্যাজ্ঞান আয়ত্ত করার দক্ষতা অর্জন করবে ।

(৪) শিক্ষার লক্ষ্য কেবল বৌদ্ধিক বিকাশে সীমাবদ্ধ না হয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের চরিত্রগঠন এবং একবিংশ শতাব্দীর কৌশল সমূহের দ্বারা তাদের সমৃদ্ধ করে তোলায় গুরুত্ব আরোপ করা উচিত।

(৫) অধ্যয়নের সময় বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের পছন্দ এবং আগ্রহের প্রতি লক্ষ রাখতে হবে এবং নিয়মিত পাঠ্যক্রম, বহির্ভূত পাঠ্যক্রম বা সহ-পাঠ্যক্রম, কলা, বিজ্ঞান, বৃত্তিমূলক তথা অন্যান্য শৈক্ষিক শাখার মধ্যে কোনো ধরনের কঠোর বিভাজন থাকবে না ।

(৬) একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং তার ৫-১০ কিমি ব্যাসার্ধের মধ্যে অঙ্গনবাড়ী কেন্দ্রকে অন্তর্ভুক্ত করে সকল নিম্ন পর্যায়ের বিদ্যালয়কে নিয়ে 'বিদ্যালয় গোষ্ঠী' নামক একটি পরিকাঠামো গড়ে তোলা হবে । ১৯৬৪-৬৫ শিক্ষা আয়োগ এই পরামর্শ প্রদান করলেও এই পর্যন্ত তা যথাযথভাবে রূপায়িত করা যায় নি । এই শিক্ষানীতি 'বিদ্যালয় গোষ্ঠী'র ধারনা যথাসম্ভব রূপায়নে গুরুত্ব আরোপ করেছে ।

(৭) নিজের বৃত্তিগত প্রয়োজনে প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের বছরে অন্ততপক্ষে ৫০ ঘন্টা অবিরত বৃত্তিগত বিকাশের কার্যসূচিতে অংশগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে বিবেচিত হবে।

(৮) দেশের প্রত্যেকটি শিশু 'এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত' কার্যসূচির অধীনে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির মধ্যে 'ভারতের ভাষা' নামক আনন্দদায়ক প্রকল্প/ ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ করবে ।

(৯) বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া কিশোর এবং শিশু বিশেষত কন্যা শিশুদের সুরক্ষা এবং অধিকারের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে মনোযোগ দিতে হবে । কৈশোরকালের বিভিন্ন সমস্যা যেমন-নেশাশক্তি, বৈষম্য, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, হিংসার বিরুদ্ধে ব্যবস্থাগ্রহণ এর পাশাপাশি তাদের অধিকার বা সুরক্ষার জন্য একটি স্বচ্ছ, দক্ষ এবং নিরাপদ পরিবেশের সূচনা করতে হবে ।

(১০) দীক্ষা(DIKSHA) য় সন্নিবিষ্ট ই-উপকরণগুলি ছয়টি অংশে ভাগ করা হবে- NCERT র পাঠ্যপুস্তকের শেখার ফলাফল ভিত্তিক প্রশ্নকোষের নিরিখে, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের বৃত্তিগত বিকাশের উপর ভিত্তি করে ভার্চুয়েল ল্যাব ও বিদ্যাদানের উপকরণের আধারে ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষে এই উপকরণগুলি বিস্তৃতরূপে দীক্ষায় উপলব্ধ হবে ।

## শিশুর শেখা নিশ্চিত করনের জন্য অসম সরকার কর্তৃক গৃহীত ডিজিটাল পদক্ষেপ

☐ **সবলীকৃত পাঠ্যপুস্তক** (Energized Textbook)

পাঠ্যপুস্তকসমূহত QR কোড সন্নিবিষ্ট করার ব্যবস্থা করা হয়েছে । শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী এবং ছাত্র-ছাত্রীরা নিজের স্মার্ট ফোনের সাহায্যে এই QR কোড Scan করে ডিজিটাল উপকরনগুলি ইন্টারনেটে দেখার সুবিধা লাভ করবেন ।

- এই পর্যন্ত অসমের ১৫২ টি নির্বাচিত পাঠ্যপুস্তকে QR কোড সন্নিবিষ্ট করে তার সঙ্গে দীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত ই-উপকরণগুলি সংযুক্ত করা হয়েছে

☐ **দীক্ষা**(Digital Infrastructure for Knowledge Sharing)

পি.এম.ই.(PMe-Vidya.) বিদ্যা নামক ডিজিটাল কার্যসূচির অধীনে রাজ্য সরকার 'দীক্ষা অসম' নামক পোর্টেল চালাচ্ছেন । সমগ্র অসমের শিক্ষক ও শিক্ষক প্রশিক্ষক গন কর্তৃক প্রস্তুত প্রায় সহস্রাধিক ই-উপকরণ এই পোর্টেলে আপলোড করা হয়েছে । 'স্বয়মপ্রভা' (Swayamprabha) চ্যানেলযোগে প্রচারিত ভিডিয়ো এবং আকাশবাণীযোগে প্রচারিত অডিয়ো ক্লাসসমূহ 'দীক্ষা অসম' পোর্টেলের আপলোড করা হয়েছে । শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী এবং শিক্ষক প্রশিক্ষকদের সামর্থ বিকাশ (Capacity Building) এর জন্য অনলাইন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে ই-উপকরণসমূহ সঠিকভাবে প্রস্তুত করতে পারেন।

- শিক্ষক এবং , ছাত্র-ছাত্রী এবং অভিভাবকরা মোবাইল ফোনে DIKSHA APP ডাউনলোড করে ফোনের Scanner এর সাহায্যে QR কোডগুলি Scan করে পাঠ্যপুস্তকে সন্নিবিষ্ট e-Content দেখতে পারবেন ।

☐ **স্বয়মপ্রভা** (Swayamprabha)

ভারত সরকারের পি.এম.ই. (PMe-Vidya.) বিদ্যা 'এক শ্রেণি, এক চ্যানেল' কার্যসূচির আধারে অসম সরকার ২০২০ সালের ২৪ মে থেকে স্বয়মপ্রভা ই.টি.ভি. র সহযোগে অসমিয়া মাধ্যমে প্রাথমিক থেকে উচ্চ প্রাথমিক পর্যায় পর্যন্ত ভিডিয়ো পাঠদানের ব্যবস্থা করেছেন।

☐ **জ্ঞানবৃক্ষঃ-**

- ACC এবং GTPL নামক দুটি কেবল চ্যানেলের মাধ্যমে প্রথম শ্রেনি থেকে দশম শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের দ্বারা লাইভ পাঠদান সম্প্রচারের ব্যবস্থা করা ।
- এই পাঠসমূহ জিও টিভির মাধ্যমেও সম্প্রচার করা হয়েছে ।

☐ **বিশ্ববিদ্যা, অসম ইউটিউব চ্যানেল-**

ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এই ইউটিউব চ্যানেল আরম্ভ করা হয়েছে । এখানে বিজ্ঞান, গণিত, ইংরাজি, ব্যাকরণ, শব্দ ভাণ্ডার ইত্যাদি ই-উপকরণ রাখা হয়েছে । ছাত্র-ছাত্রীরা সহজে এগুলি দেখতে এবং ডাউনলোড করতে পারবে । তাছাড়াও সমান্তরালে রেডিও এবং দূরদর্শন সহযোগের দৃশ্য-শ্রাব্য পাঠ সম্প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

### বিদ্যালয়ে যুথ এবং ইকোক্লাব (যুথ এবং পরিপার্শ্বিক সংঘ) এর অধীনে করনীয় কার্যসমূহ-

**যুথ ক্লাবের ক্রিয়াকলাপ** -স্কুল চলাকালীন সময়ের মধ্যে খেলা-ধূলার আয়োজন, গ্রন্থাগারের পাঠদানের ব্যবস্থা, নৃত্য, গীত, নাটক, মূকাভিনয়ের ব্যবস্থা, কবিতা আবৃত্তি , আকস্মিক বক্তৃতা, চিত্রকলা অংকনের ব্যবস্থা, কোলাজ, তর্ক প্রতিযোগিতা কুইজ, হস্তশিল্প (মাটি, কাগজ, বাঁশ প্লাস্টিক আদি সামগ্রীর দ্বারা) বর্জ্য পদার্থ/অকেজো জিনিস দিয়ে নির্মিত, বিজ্ঞান প্রদর্শনী /গণিত প্রদর্শনী, শ্লোগান লেখা /পোস্টার লেখা /বানী লেখা, ব্যায়াম, যোগাসন, কারিগরী কৌশলের ওপরে কর্মশালার আয়োজন, শ্রেনিকক্ষের রূপসজ্জা গড়ে তোলা ।

**ইকোক্লাবের ক্রিয়াকলাপ** - ফুল-ফল, শাক-সব্জির বাগান তৈরি করার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা, পরিবেশ রক্ষার সজাগতা অনুষ্ঠান, পারিপার্শ্বিকতা রক্ষার জন্য প্রকল্প, স্বাস্থ্য সজাগতা সভা /ক্যাম্প, জলশক্তি সংরক্ষণ, স্বাস্থ্য সজাগতা এবং প্রকল্পর অধীনে নমুনা প্রস্তুত, জলবায়ু সুরক্ষা, দুর্যোগ সজাগতা এবং ব্যবস্থাপনা, বিদ্যালয়ে পুষ্টিকর আহারের ব্যবস্থা, স্বচ্ছ অভিযানের সাহায্যে সমাজ সেবা, সময় সাপেক্ষে সার্বজনীন সভার আয়োজন করা।

### পাঠদান প্রক্রিয়াতে তথ্য প্রযুক্তি (ICT) র ব্যবহারে

শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীরা নিজের এনড্রয়েড মোবাইল ফোন ব্যবহার করে শ্রেনিকক্ষে ছাত্র-ছাত্রীকে বিভিন্ন উন্নতমানের ছবি, ভিডিও দেখিয়ে পাঠদান প্রক্রিয়া আকর্ষণীয় করে তুলবেন। এছাড়াও কভিডের জন্য দীর্ঘ সময় ধরে স্কুলবন্ধের সময় শিক্ষকরা পাঠ্যপুস্তিকের বিষয়বস্তুর সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন ধরনের শৈক্ষিক অডিও /ভিডিও ইত্যাদি ই-কনটেন্ট প্রস্তুত করে হোয়াটস অ্যাপের দ্বারা প্রেরণ করা পরিলক্ষিত হয়েছে। সেই ই-কনটেন্টসমূহ এখনও শ্রেনিকক্ষে শৈক্ষিক উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করতে পারা যায়।

যে বিদ্যালয় গুলোতে সরকারের পক্ষ থেকে স্মার্টক্লাসের জন্য স্মার্টবোর্ড, প্রজেক্টর ইত্যাদি যোগান ধরা হয়েছে সেই বিদ্যালয় গুলোতে প্রত্যেকটি শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে সুযোগ পায় সেইভাবে সপ্তাহে একদিন /দুদিন শিক্ষকরা নিজ নিজ বিষয়ের ওপরে পাঠদান করতে পারেন।